দৈনিক সংবাদ
45
দৈনিক সংবাদ
দৈনিক সংবাদ
তারিখ ... 13 NOV 1990 ..
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

ছাত্র-শিক্ষকের খুলে দেয়া ভার্সিটি ১৫ই নভেম্বর খুলবে সিণ্ডিকেট

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট আগামী বৃহস্পতিবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু এবং তার আগের দিন বুধবার সকাল ৭টা থেকে হলগুলো খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সরকারী আদেশে বন্ধ থাকা অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা গত রোববার এই আদেশ উপেক্ষা করে ক্লাস শুরু করার পর গতকাল সোমবার অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের জরুরী সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিন্ডিকেট সভার আগে উপাচার্য হল প্রাধ্যক্ষদের সাথে বৈঠক করেন এবং এই বৈঠকে প্রাধ্যক্ষরা

(৭-এর পাতায় দেখুন)

খুলে দেয়া ভার্সিটি

(১ম পাতার পর)

হলগুলো খুলে দেয়ার পক্ষে মত দেন বলে জানা গেছে।

এদিকে গত রোববার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য সরকারী আদেশ কার্যকরভাবে অমান্য করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রতীকী ক্লাস শুরু করেছিল তার ধারাবাহিকতায় গতকালও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হয়েছে। ছাত্র সংগঠনগুলো ক্যাম্পাসে পৃথক পৃথক মিছিল বের করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসগুলো গতকাল সব রুটে যথারীতি চলাচল করে এবং সে কারণে গতকাল ক্যাম্পাসে ও ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি গত রোববারের তুলনায় বেশী ছিল। সরকারী আদেশ অনুযায়ী গতকাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার কথা।

সিন্ডিকেটের সভা

গতকাল বিকেলে উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের জরুরী সভায় রোববার ছাত্র-শিক্ষকদের যৌথ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরুর বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়। এ ছাড়া রোববার উপাচার্যের সাথে বৈঠকে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ক্যাম্পাসে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, ক্লাস চলাকালে করিডোরে মিছিল না করা, ক্যাম্পাসে যানবাহনের ক্ষয়ক্ষতির ঘটনার সাথে জড়িত না হওয়া এবং আবাসিক হলে অস্ত্রধারী বা বহিরাগতদের ঢুকতে না দেয়ার ব্যাপারে সহযোগিতার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন উপাচার্য তা সভায় তোলেন। এসব বিষয় এবং হল প্রাধ্যক্ষদের সাথে অনুষ্ঠিত সভার ফলাফলের ওপর বিস্তারিত আলোচনার পর সিন্ডিকেট আগামী বুধবার সকাল ৭টা থেকে হলগুলো খুলে দেয়া এবং পরদিন থেকে ক্লাসসহ শিক্ষা কার্যক্রম আবার নিয়মিতভাবে শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ ছাড়া সভায় আজ মঙ্গলবার থেকে হলগুলোর অফিসসহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অফিস নিয়মিতভাবে খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

উপাচার্যের বক্তব্য

ছাত্র-শিক্ষকদের সম্মিলিত উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরুর পর গতকাল বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, এ বিষয়ে মন্তব্য করতে তিনি অপারগ। ইতিপূর্বেও তিনি এ বিষয়ে কোন সংবাদ সংস্থা বা সংবাদপত্রের কাছে ছাত্র-শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয় খোলার বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি বলে জানান।

আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ভাবছে কিনা এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে উপাচার্য বলেন, কে কার নিরাপত্তা দেবে? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা দিতে পারে না। তারা নিজেরাই তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।

তিনি বলেন, এ ব্যাপারে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা হয়েছে। তারা ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করবে।